দ্রব্যপরহিংসাসু যো মতিং। ন করোতি পুমান্ ভূপ তোষ্যতে তেন কেশবঃ॥”
যে জন পরপত্নী, পরদ্রব্যে ও পরহিংসাতে মতি করে না, কেশব সেইজনের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। এইরূপ শ্রীবিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতির বাক্যে শ্রীভগবানে কর্ম্মার্পণরূপা ভক্তি অনুষ্ঠানের পূর্ব্বেই পাপজনক বিষয়ভোগের নিষেধ আছে বলিয়া এবং ১১।২০।১৭ শ্লোকেও “ন যাতি স্বর্গ-নরকৌ যদ্যন্যৎ ন সমাচরেৎ” অর্থাৎ স্বধর্ম্মে থাকিয়া নিষ্কামভাবে যজ্ঞাদি দ্বারা শ্রীভগবান্‌কে আরাধনা করিতে স্বর্গেও যাইবে না, নরকেও যাইবে না— যদি নিষিদ্ধ এবং কাম্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান না করে; যেহেতু নিষিদ্ধ অনুষ্ঠানে নরকে যাইতে হয়, কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠানে স্বর্গে যাইতে হয়। এই প্রকরণেই নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানেও নিষিদ্ধ এবং কাম্যকর্ম্মত্যাগের বিধান করা হইয়াছে। যে অনন্যাভক্তিতে কর্ম্মপরিত্যাগেরই বিধান করিয়াছেন, সেই ভক্তি-অনুষ্ঠানে দুষ্কর্ম্ম পরিত্যাগ তো অবশ্যই বিহিত। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও উল্লেখ আছে “মর্য্যাদাঞ্চ কৃতাং তেন যো ভিনত্তি স মানবঃ। ন বিষ্ণুভক্তো বিজ্ঞেয়ঃ সাধুধর্ম্মার্চ্চনো হরিঃ। ভগবান্ যে নিয়ম করিয়াছেন—যে মানব সেই নিয়ম ভঙ্গ করে, তাহাকে কখনও বিষ্ণুভক্ত বলা যায় না; যেহেতু শ্রীহরি পবিত্র ধর্ম্মেই অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। অতএব, বৈষ্ণবগণেরও নিষিদ্ধ কর্ম্ম আচরণের কথা নিষেধ করিয়াছেন। ৪।২১।৩১ শ্লোকে শ্রীমৎ পৃথুরাজ নিজ প্রজাবর্গকে যে উপদেশ কারয়াছিলেন, তাহাতেও বলিয়াছেন— হে প্রজাগণ! জীবগণের মোক্ষদানে একমাত্র পরমেশ্বরই সমর্থ। দেবগণ মুক্তিদান করিতে পারে না, যেহেতু তাঁহারাও শক্তিসম্পন্ন জীববিশেষ। কোনও জীব কোনও জীবকে মুক্তি দিতে পারে না। যে ভগবানের চরণকমলযুগলের সেবা করিবার অভিরুচি জন্মিলেই সংসারতপ্ত মানবগণের অশেষ জন্মসংবর্দ্ধিত চিত্তের মালিন্য সদ্য বিনাশ করিয়া থাকে, সে চরণসেবার অভিরুচি প্রতিদিন ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন, শ্রীহরির চরণ-অঙ্গুষ্ঠ হইতে বিনির্গতা শ্রীগঙ্গাকে সেবা করিলে ক্রমশঃ সর্ব্ব পাপপ্রবৃত্তি বিনাশ করিয়া থাকেন। এস্থলেও “সদ্যঃ ক্ষীণোতি” এই “সদ্য” শব্দ প্রয়োগ করিয়া ইহাই জ্ঞাপন করিলেন যে—যাহাদের শ্রীহরিচরণকমল সেবা করিবার কেবল রুচিমাত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদেরই পাপপ্রবৃত্তি বিনষ্ট হইয়া যায়। আর যাহারা ভজনে প্রবৃত্ত, সেই সকল ভক্তি-সাধকগণের যে পাপে প্রবৃত্তি থাকে না, তাহাতো বলাই বাহুল্য। বিষ্ণুধর্ম্মে আরও নিয়ম করিয়াছেন যে—মানুষ যখন পাপকর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করে না এবং পুণ্যকর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করে, তখনই বুঝিতে হইবে তাহার হৃদয়ে শ্রীহরি